একক : ৮ প্রত্যয়

গঠন :

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ প্রস্তাবনা

৮.২ মূলপাঠ : প্রত্যয়

৮.২.১ বচন

৮.২.২ লিঙ্গ

৮.২.৩ নির্দেশক প্রত্যয়

৮.৩ সারাংশ

৮.৪ উত্তর সংকেত

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি

- বাংলা ও সংস্কৃত প্রত্যয়-এর যথার্থ প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বচনের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নির্দেশক প্রত্যয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারবেন।
- শব্দ ও পদ-এর পার্থক্য বুঝে তা ব্যবহার করতে পারবেন।
- বাঙলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা আলোচনা করতে পারবেন।

৮.১ প্রস্তাবনা

বাঙলা ভাষায় যেসব পদ উচ্চারিত হয় তাদের আমরা নামপদ এবং ক্রিয়াপদ এই দুটি শ্রেণীতে সাজাব। কোনও রকম প্রত্যয় বা বিভক্তি ছাড়াই এরা বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন-মানুষ, এবং, উপর। আবার তার সঙ্গে বিভক্তি প্রত্যয় জুড়েও রূপ বদল করা যেতে পারে। যথা— মানুষের, আমাকে, উপরের প্রভৃতি বচন এবং কারকের চিহ্ন হল বিভক্তি। লিঙ্গের চিহ্ন হল প্রত্যয়। বিভক্তি দু'রকমের— শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি। এই অংশে আপনারা বাংলা ও সংস্কৃত সম্পর্কে জানবেন। শব্দ থেকে পদকে পৃথক করতে পারবেন।

৮.২ মূলপাঠ : প্রত্যয়

আসুন, এই অংশে বাঙলা প্রত্যয় ও সংস্কৃত প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করি।

বাংলা প্রত্যয়, সংস্কৃত প্রত্যয়

বাংলা ব্যাকরণে অনেক সংস্কৃত প্রত্যয়ের তালিকা দিয়ে তা জুড়ে শব্দ বানানো শেখানো হয়। যেমন ক্ত, ক্তি, ইন্, বিন্, বতুপ্, মতুপ্, শতৃ, শানচ্, ষ্ণিক্, ষ্ণ্য, ষ্ণেয়, ময়ট্, ইষ্ঠন্, ণ্যৎ ইত্যাদি। এগুলির চেহারা যা, আসল রূপ কিন্তু তা নয়। দুষ্ + ক্ত দুষ্ক্ত নয়, দুষ্ট ; শশ + ইন শশইন্ বা শশিন্ নয়, শশী। যশস্ + বিন্ = যশস্বী, প্রত্যহ + ষ্ণিক হচ্ছে প্রাত্যহিক।

কেন এরকম হয় তার অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেন। আমরা বলি প্রত্যয়গুলির

'নাম' এক, আর 'রূপ' অন্য। 'ঞেয়' হল নাম, 'এয়' হল রূপ। রাধা + ঞেয় থেকে রাধেয়। ওই নামগুলি খানিকটা মনে রাখার ফর্মুলার মতো, একই ধরনের প্রত্যয়ের গুচ্ছকে একই ধরনের নাম দেওয়া হয়েছিল।

বাংলা প্রত্যয়ের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা হল—

আ (কর্ + আ= করা), অন (হাস্ + অন= হাসন), অন্ত (ডুব্ + অন্ত= ডুবন্ত), আনি (ভাঙানি), আই (ঢাকাই), আমি (পাগলামি), ই (জাপানি), আল (পাঁকাল), টিয়া > টে (খ্যাপাটে), পনা (ন্যাকাপনা), ইত্যাদি।

এইসব প্রত্যয় জুড়ে নানা বাংলা শব্দ তৈরি হয়, বাংলা ব্যাকরণে তা আজকাল শেখানো হচ্ছে। তবে প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলা খানিকটা গরিব। প্রত্যয় জুড়ে একই শব্দের নানারকম চেহারা দেওয়ার ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ। যেমন দেখি, হিন্দিতে 'লাল' বিশেষণ, তা থেকে 'লালী' বিশেষ্য। তার মানে লালের ভাব। কিন্তু বাংলায় একথা একটা শব্দে প্রকাশ করতে হলে আমাদের বলতে হবে 'লালত্ব' বা 'লালিমা'। 'ত্ব' আর 'ইমা'— দুটোই সংস্কৃত প্রত্যয়। সে ভাষা থেকে ধার করে বাংলা শব্দের গায়ে জুড়ছি। জোড়বার পরেও তা শব্দই থাকছে, 'পদ' হচ্ছে না।

৮.২.১ বচন: বাঙলায় শুধু প্রত্যয় জুড়ে হয় না

এখন, বচনের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে কিনা তা আলোচনা করা যাক।

একবচন থেকে বহুবচন করতে হলেও প্রত্যয় জুড়তে হয়। বাংলায় মানুষের ক্ষেত্রে-রা/-এরা, আর অন্য প্রাণী, বস্তু ও ধারণার ক্ষেত্রে 'গুলি', কথ্য 'গুলো' জুড়ে বহুবচন করতে হয়। কিন্তু বাংলায় বহুবচন শুধু এ দুটি প্রত্যয় জুড়ে হয় না, বহুবচন আরও নানাভাবে বোঝানো হয়ে থাকে। একে একে সেগুলি বলি।

১. কিছুই না জুড়ে অন্বয় থেকে বহুবচনের অর্থ
   লোকটা রসগোল্লা খেতে পারে বটে!
২. পরে গণ, বৃন্দ, পুঞ্জ, সকল, নিচয় ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস করে— শিশুগণ, প্রজাবৃন্দ, নক্ষত্রপুঞ্জ, বাবাসকল, পুষ্পনিচয়।
৩. আগে সংখ্যাবাচক শব্দ বসিয়ে—
   অনেক লোক, সাতচল্লিশটা ভেড়া, কয়েকজন শ্রোতা।
৪. শব্দের ডবল ব্যবহার করে—
   জনে জনে, ফুলে ফুলে, বাড়ি বাড়ি,
   কে কে। লাল লাল। কোন্ কোন্।
৫. পরে সংখ্যা-শব্দের সঙ্গে 'এক' জুড়ে, কখনও না জুড়েই, বিশেষ্যের পরে তাকে বসিয়ে—
   মিনিট পাঁচেক, জনা-দশেক, জনা-বারো, গণ্ডা কয়েক।

অনেক ভাষায় বিশেষ্যের যে-বচন হবে সেই অনুযায়ী বিশেষ্য কর্তা হলে তার ক্রিয়ার বা যে-কোনও বিশেষ্যের বিশেষণেরও সেই বচনের চিহ্ন থাকবে। সংস্কৃতে এটা খুব স্পষ্ট। যেমন, ক্রিয়ায় নরঃ গচ্ছতি, কিন্তু নরাঃ গচ্ছন্তি। হিন্দিতে ম্যায় (আমি) যাতা হুঁ, কিন্তু হম্ (আমরা) যাতে হ্যঁয়।

আবার বিশেষণে সংস্কৃতে আর্তঃ নরঃ, কিন্তু আর্তাঃ নরাঃ।

কিন্তু বাংলায় বিশেষ্যের বচনের সঙ্গে ক্রিয়া বা বিশেষণের প্রায়ই কোনও যোগ থাকে না। বাংলায় ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে দিব্যি হয়, আবার ছেলেটা যাচ্ছে, ছেলেরা যাচ্ছে— ক্রিয়ারও রূপ একই থাকে। এই জন্যই আমরা বলি বাংলায় বচন শব্দের চিহ্ন, ব্যাকরণের চিহ্ন নয়। যাকে, ইংরেজিতে বলে grammatical number, বাংলায় তা নেই।

৮.২.২ লিঙ্গ : এও বাঙলায় ব্যাকরণের চিহ্ন নয়

বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কতখানি আলোচনা হয়েছে।

বাংলা ব্যাকরণে আ, ঈ, ইনি, ইকা ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে, কখনও আরও দু-একটি উপায়ে, স্ত্রীলিঙ্গ তৈরি করা হয় ; অর্থাৎ পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। সেটা যে-কোনও ছাত্রকেই মুখস্থ করতে হয়।

আসল প্রক্রিয়াটা ঠিক প্রত্যয় যোগ নয়, আর-একটু জটিল। অধ্যাপক (মূলে অধ্যাপক্-অ) শব্দের সঙ্গে যখন ইকা যোগ করে 'অধ্যাপিকা' করা হচ্ছে, তখন ক-এর সঙ্গে জুড়ে থাকা অ-টা যে প্রথমে উড়িয়ে দিতে হচ্ছে তা ছাত্রদের শেখানো হয় না। না হলে অ+ই= এ হত, শব্দটি হত ভুল 'অধ্যাপকেকা'। তা তো হচ্ছে না, বরং প-এর সঙ্গে লেগে থাকা অ খসে যাচ্ছে, তার জায়গায় ই লাগছে, হচ্ছে পি। আর 'ক' হচ্ছে 'কা'। ফলে লিঙ্গ প্রক্রিয়ার সমস্তটা ছাত্রদের শেখানো হয় না, সম্ভবত বৈয়াকরণরা নিজেরাও এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেন না।

লিঙ্গও বচনের মতো বাংলা ব্যাকরণে শব্দের চিহ্ন, ব্যাকরণের চিহ্ন নয়। অর্থাৎ অনেক ভাষায় কর্তার লিঙ্গ যেমন ক্রিয়াতে, এবং বিশেষ্যের লিঙ্গ যেমন তার বিশেষণে বর্তায়, বাংলায় তা হয় না। হিন্দিতে কর্তার লিঙ্গের সঙ্গে ক্রিয়ার লিঙ্গের সাযুজ্য বা agreement দেখুন—

লড়কা যাতা হ্যায়। লড়কী যাতী হ্যায়।

বিশেষ্য ও বিশেষণের সাযুজ্য, ফরাসিতে—

Bon garcon [বঁ গারসঁ] 'ভাল ছেলে'

Bonne fille [বন্ ফিই্] 'ভাল মেয়ে'

কিন্তু বাংলাতে ক্রিয়াতে লিঙ্গের কোনও চিহ্নই নেই, বিশেষণের ক্ষেত্রেও খুব সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধুভাষায় সংস্কৃতের মতো 'মধুরা ভাষা', 'সুমহতী জনসভা', 'গম্ভীরনাদিনী স্রোতস্বতী' ইত্যাদি পাওয়া যায়। তবু কথ্য বাংলায় 'সুন্দর ছেলে, সুন্দর মেয়ে', 'সাহসী পুরুষ, সাহসী মহিলা' খুবই স্বাভাবিক। কাজেই যে-বাংলাকে আমরা মা-চ-বা বলি তাতে লিঙ্গও শব্দের চিহ্ন, অন্বয়ে তার বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই। অর্থাৎ Gender আমাদের ক্ষেত্রে grammatical নয়, natural।

অর্থাৎ বাংলায় স্ত্রীজাতীয়রাই স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃতের 'ভাষা', 'নদী', ফরাসির হলঘর, গির্জা, ইংরেজির জাহাজ, মোটরগাড়ি, বা হিন্দির পুলিস, গাড়ি ইত্যাদির মতো বাংলায় এসব শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ নয়, আবার জার্মানের মতো 'কুমারী মেয়ে'-ও বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ নয়।

এই কারণে আমরা দেখি, বচন বা লিঙ্গ বাঙালি ছেলেমেয়েরা শব্দ শেখার সঙ্গে শিখে নেয়। ফলে আমরা মনে করি না ব্যাকরণে আলাদা করে বচন বা লিঙ্গ শেখানোর কোনও দরকার আছে।

নির্দেশক প্রত্যয়

বাংলায় আরেক ধরনের প্রত্যয়, যাকে সাধারণভাবে নির্দেশক প্রত্যয় বলা হয়ে থাকে। সেগুলি হল— টি, টা, (বা টা-এর রূপান্তর টে ও টো)। আর আছে খানি, খানা, গাছি, গাছা ইত্যাদি। এগুলি সাধারণ বিশেষ্য শব্দকে সুনির্দিষ্ট করে তার সঙ্গে পূর্বপরিচয়ও বোঝায়। 'লোকটি' মানে শুধু একটি লোক নয়— এর সম্বন্ধে আগেই কিছু জানি, পূর্বেই সে উল্লেখিত বা আলোচিত হয়ছে— বক্তা ও শ্রোতা তার পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত।

'টা' আর 'টি'-র মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তুচ্ছতা বনাম সমীহার একটা অর্থের বিরোধ তৈরি হয়। যেমন, মেয়েটা-মেয়েটি। 'চোরটা' আমরা সহজেই বলতে পারি, কারণ চোরের উপর আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু সাধারণ বর্ণনায় 'মহিলাটা'

বলা একেবারেই চলবে না। তখন 'মহিলাটি' বলতে হবে।

গুলি, গুলো টা-এরই বহুবচন, নিছক বহুবচন নয়। তাতে পূর্বপরিচয়ও বোঝায়, আবার বহুত্বও বোঝায়।

টা, টি, গুলি, গুলোর সঙ্গে কে, র ইত্যাদি জুড়লে তবে তাদের পদে রূপান্তরিত করা যায়।

প্রত্যয় সম্বন্ধে মূল কথা

আমাদের ব্যাকরণে মূলত চার রকমের প্রত্যয় শেখানো হয়— উপসর্গ (আমি তাকে প্রত্যয়েরই একটা চেহারা বলে ধরি), পদান্তরের প্রত্যয় (আসলে 'শব্দান্তরের' প্রত্যয়— বিশেষ্য থেকে বিশেষণ, বিশেষণ থেকে বিশেষ্য, ক্রিয়া থেকে বিশেষণ ইত্যাদি), বচন-প্রত্যয়, লিঙ্গ-প্রত্যয়। আর বাংলায় আছে নির্দেশক প্রত্যয়।

শব্দ আর পদ

প্রত্যয়গুলি এক শব্দ থেকে অন্য শব্দ তৈরি করে, পদ তৈরি করে না। আমাদের মনে রাখতে হবে, পদ কেবল বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের রূপ। 'শব্দগুলি' একটি শব্দ, কিন্তু যখন বাক্যে বলি 'এ শব্দগুলিকে পদ বলা যাবে না।' তখন কে যুক্ত 'শব্দগুলিকে' হল পদ; ওই বাক্যে 'পদ'-ও পদ, আমরা বলব তার সঙ্গে শূন্য বিভক্তি যোগ হয়েছে। 'বলা'-তেও তাই। 'যাবে'-তে 'যা'-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'ব্-এ'-এই দুটি বিভক্তি। 'না' ক্রিয়াবিশেষণ, তাতেও বলব শূন্য বিভক্তি জুড়েছে। বিভক্তি জুড়ে এমনকি শূন্য বিভক্তি জুড়ে, পদ তৈরি হয়। মনে রাখব— শব্দ থাকে অভিধানে, পদ থাকে ব্যবহৃত বাক্যে। বাক্যের বাইরে পদের অস্তিত্ব নেই।

শব্দ	পদ
শত্রু	শত্রুদের
হিন্দুত্ব	হিন্দুত্বে
আগুন	আগুনে

৮.৩ সারাংশ

বাংলা প্রত্যয় আ, অন, অন্ত, আনি, আই, আমি, ই, আল, টে, পনা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। বচনের ক্ষেত্রেও প্রত্যয় রা, এরা, গুলি, গুলা ব্যবহার করা হয়। আ, ঈ, ইনি, ইকা প্রত্যয় যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়। নির্দেশক প্রত্যয় হিসাবে টি, টা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। পদ বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের রূপ।

অনুশীলনী

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ২৩ পাতার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. নিচের শব্দগুলিতে কী কী প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে দেখান।

(ক) ডুবন্ত, (খ) ঢাকাই (গ) পাঁকাল (ঘ) ন্যাকাপনা

২. নিচের প্রত্যয় ব্যবহার করে একটি করে শব্দ তৈরি করুন।

টি, টা, গাছা, অন্ত

৮.৪ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী

১. (ক) অন্ত (খ) আই (গ) আল (ঘ) পনা

২. মেয়েটি, ছেলেটা, লাঠিগাছা, ভাসন্ত